

অক্টোবর ৭, ২০১৩

উত্তরবঙ্গ ও গাজীপুর অঞ্চলের দুঃস্থদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের দরিদ্রতম অঞ্চল প্রত্যন্ত উত্তরবঙ্গ এবং গাজীপুরের মানুষদের ৩ মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে এখন তৈরি পোষাক শিল্প ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ, আইডিএলসি ফাইন্যান্স, দ্য আইএলও টিভেট রিফর্ম প্রজেক্ট, গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কেয়ার বাংলাদেশ এবং সিডি-র একটি সম্মিলিত উদ্যোগ।

সুন্দর জলাভূমি সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গের মানুষের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের ন্যূনতম। কৃষিপ্রধান এ এলাকার হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর বন্যায় তাদের বসতবাড়ি ও সহায় সম্পত্তি হারায়। “দ্য স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুড জেনারেশন প্রজেক্ট” প্রকল্পটি আগামী দু বছর এ অঞ্চলের মানুষদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষতা যাচাইয়ের পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের স্থানীয় তৈরি পোষাক শিল্প কারখানাগুলোতে জুনিয়র মেশিন অপারেটর হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

২২ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে প্রকল্পটির প্রথম ব্যাচ আজ তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে এবং ২৬ জনের দ্বিতীয় ব্যাচ বর্তমানে প্রশিক্ষণাধীন আছে।

“ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা বোর্ড এই প্রকল্পটিকে একটি দারুণ সুযোগ বলে মনে করছে। কারণ যেসব মানুষের সহায়তায় আজ এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করেছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেসব মানুষদের জন্যই আমরা কিছু করতে পারছি। আমাদের আশা এবং লক্ষ্য যে এসব দুঃস্থ মানুষ সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে পরিণত হবে এবং তাদের নিজেদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারবে”, বলেন ফারইস্ট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ মঈন।

এ প্রসঙ্গে আইডিএলসি-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর. এফ. হোসেন বলেন, “আমরা আমাদের সমাজের প্রতি দায়িত্বের অংশ হিসেবে এই প্রকল্পের একজন হতে পেরে গর্বিত। ভবিষ্যতেও আমরা আরো মানুষকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠায় সহায়তা করতে চাই”।

“বাংলাদেশ সম্প্রতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ রকম তারুণ্যদীপ্ত শক্তিশালী জনবল থাকা ভাগ্যের ব্যাপার। ভবিষ্যতে কর্মক্ষম হয়ে ওঠায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এ দেশের ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য অত্যন্ত জরুরী। দক্ষতা উন্নয়নে পরিবর্তন ও এই প্রকল্পের মতো আরো প্রকল্পকে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে টিভেট রিফর্ম প্রজেক্ট সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে”, বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম হ্যানা।

প্রকল্পটি আইএলও টিভেট রিফর্ম প্রজেক্টের (ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে) একটি “লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং মডেল”-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছে আইডিএলসি ও আইএলও এবং। একই মডেল চট্টগ্রামের উইমেন্স পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ২০১৩ সালের মাঝেই বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের আরো ৫টি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হবে। প্রকল্পটি যৌথভাবে অর্থায়ন করছে ফারইস্ট ও আইডিএলসি। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের তত্ত্বাবধীন গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। উত্তরবঙ্গের অংশগ্রহণকারীদের সরবরাহের কাজে আছে কেয়ার বাংলাদেশ ও সিডি।

ফটো ক্যাপশন:

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সেকেন্ড সেক্রেটারি এবং হেড অফ সেকশন মিস লিবিউস সুকোপোভা, আইডিএলসির জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড হেড অফ কর্পোরেট ডিভিশন মোঃ জামাল উদ্দিন, ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ মঈন এবং সিডির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কলিন রিসনার উপস্থিত ছিলেন “দ্য স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুড জেনারেশন প্রজেক্ট” কর্মশালায়। প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

আর্থার শিয়ার্স

চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর, আইএলও টিভেট রিফর্ম প্রজেক্ট

ফোন: ০১৭৩০৩১০৪০১